দেবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়

চন্দ্রাহত

ময়াল সাপের মতো তাড়িয়ে তাড়িয়ে গিলে খেলে
সুবর্ণ হরিণ

এইবার অন্যদেশে পাড়ি দেবে তুমি
শৃঙ্গারে, বীণায়

বাতাসে কেবল আজ প্লুতস্বর হবে এই লেখা
ভেসে যাবে জলে
যেন কোনো শোলার গহনা

বহুদূর যাত্রা হল, এইবার শ্বেতপদ্ম তুমি
তুলে নিয়ে রাখো গ্রন্থে, মলাটে ভ্রমর

একখানি অপূর্ব চাঁদ দেখব বলে বহুকাল ধরে
তীর্থের কাকের মতো বসে থেকে ভোর হয়ে আসে

বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়

দেবী

পাখির আনন্দগান বাহিরে নিশ্চুপ হয়ে আসে।
অথচ পাতারা নাচে গাছে গাছে আহিরবিভাসে,
শাখাদের মত্ততাল...এ সকাল সুপ্রসন্ন মুখ,
পুষ্পগন্ধ মুখরিত সুপবন সদা-জাগরূক।

এ ঘন অরণ্যভূমে তথাপি মৃত্যুর মত হিম
নিথর নিস্পন্দগাঢ় কুয়াশার মতন নিঃসীম
রাত্রির রমণক্লান্ত ঈশ্বরীর সুতনু শরীর
চুঁয়ে চুঁয়ে নেমে আসা গাঢ় লাল ভোরের রুধির

লেগেছে মথিত ঘাসে। দূরারণ্যে খর ও দূষণ—
দুরাত্মা রাক্ষসদ্বয় সোমরস নৃমাংস ভোজন
শেষে হাড় উচ্ছিষ্ট ছড়িয়ে কামুক অট্টহাসি
হেসে ওঠে। বিশ্ব মূক, ওষ্ঠে তার ভালোবাসাবাসি
ছুঁয়েছে বাঁশির মত বিভাসিত পুষ্পগন্ধময়
বনে বনে সুপবন, নগ্ন একা দেবী শুয়ে রয়।